মেহেরপুরের আমঝুপিতে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুরের আমঝুপি বাজারে অভিযান চালিয়ে বিএসটিআই’র ভুয়া লোগো লাগিয়ে বিক্রি করার সময় অনিরাপদ, মানহীন, মানসম্পন্ন নয় এমন খাদ্য পণ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আমঝুপি বাজারে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্পনা বেকারীর প্রস্ততকৃত, অনিরাপদ, মানহীন, মানসম্পন্ন নয় এমন খাদ্য পন্য সামগ্রির প্যাকেটের গায়ে ভুয়া ও প্রতারণা মূলক ভাবে বিএসটিআই এর লগো সিল দিয়ে বিক্রয় ও সরবরাহ করে আসছিল।
এসময় গাড়ী চালক রবিউল ইসলামের নিকট বিভিন্ন ধরনের পণ্য জব্দ করা হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী এই সব খাদ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়।

মেহেরপুর পৌর শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

মেহেরপুর পৌর শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাসির জামান মৃদুল স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শহর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা কথা জানানো হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার এক জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর পৌর শাখা কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় উক্ত কমিটি বিলুপ্ত করা হলো।
একইসাথে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সকল পদ প্রত্যাশীদের আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নিকট জীবন বৃত্তান্ত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

মেহেরপুরে ট্রাক্টর ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর-হরিরামপুর সড়কে ইট বোঝাই ট্রাক্টর ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শরিফুল ইসলাম ও আদরী নামের এক মহিলাসহ দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
আহতদের মধ্যে শরিফুলের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর থেকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। শরিফুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে এবং আদুরী ফতেপুর গ্রামের রবিদাসের স্ত্রী।
জানা গেছে, ঘটনার সময় আহত ২ জন ইজিবাইক যোগে বাড়ি আসার পথে পথিমধ্যে গোভিপুর- হরিরামপুরের মাঝামাঝি স্থানে বিপরীতগামী একটি ইট বোঝায় ট্রাক্টর এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ওই দুই ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে শরিফুল কে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়।

হাজী আব্দুল জলিল শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপিতে হাজী আব্দুল জলিল শপিং কমপ্লেক্স প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্ধোধন করেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান আহমেদ।
সভাপতিত্ব করেন হাজী আব্দুল জলিল, দোয়া পরিচালনা করেন আমঝুপি আলিম মাদরাসা অধ্যক্ষ মাহবুব আলম।
আরো উপস্থিত ছিলেন মতিহার রহমান, হাফেজ মওলানা দাউদ হোসেন,

কারী বেলাল হোসেন, হাফেজ আবুল খয়ের, গোলাম ফারুক, জাকির হোসেন প্রমুখ।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।
এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।
অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, চলতি খরিপ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫’শ কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি ব্রী ধানের বীজ ও ৩০ কেজি রাসায়নিক সার প্রদাণ করা হয়েছে।

অভিযোগ সাব-রেজিস্টার অভিজিত করের বিরুদ্ধে

অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা না দিলে দলিলে স্বাক্ষর করেন না মুজিবনগর উপজেলার সব রেজিস্টার অভিজিত কর।
এমন অভিযোগ এনে গতকাল বুধবার দিনব্যাপী কলম বিরতি পালন করেন

মুজিবনগর সাবরেজিস্টার অফিসের দলিল লেখকরা। তাদের অভিযোগ দলিল প্রতি অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা না দিলে দলিলে স্বাক্ষর করেন না সাব রেজিষ্ট্রার।
এছাড়াও লকডাউনের কারণে সাব রেজিস্টারের জায়গায় অফিসের অফিস সহকারী স্বাক্ষর করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। যেখানে বলা হয়েছে দিনে ২০টি করে দলিল স্বাক্ষর করা হবে। তবে বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টা পর্যন্ত ৫টি মাত্র দলিলে স্বাক্ষর করেন সাব রেজিস্টার অভিজিত কর। এ নিয়ে দলিল লেখকদের সাথে তার কথাকাটিও হয়।
দলিল লেখক রকিবুল, জামিরুল, সাইফুল ও শহিদুল জানান, সাব রেজিস্টারের কাছে দলিলে স্বাক্ষর করতে গেলে তিনি আমাদেরকে বলেন, দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা না দিলে স্বাক্ষর করবো না। দুপুর ২ টা পর্যন্ত মাত্র ৫ টি দলিল করার পর বাকি দলিলগুলো টাকা ছাড়া না সাক্ষর করায় কলম বিরতি নেওয়ার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আফাজ উদ্দীন জানান, আমার দলিল নিয়ে তিনার কাছে স্বাক্ষর করাতে গেলে তিনি বলেন ২ হাজার টাকা করে দিতে। কিন্তু আমরা টাকা দিতে রাজি না হলে তিনি দলিল রেখে চলে যান।
সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, তিনি আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত এরকম করতে থাকেন। আজকেও তিনি টাকা দেয়ার বিষয়ে আমাদের চাপ দিতে থাকেন। আমরা টাকা না দেয়ায় তিনি স্বাক্ষর করেন না। তাই আমরা শেষ মেষ কলম বিরতির এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।
দলিল লেখকদের এমন অভিযোগ অস্বীকার করে সাব রেজিস্টার বলেন, আমি দলিলে স্বাক্ষর করার বিষয়ে কোন টাকা চাইনি। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সিমীত আকারে জরুরী দলিল ছাড়া বাড়তি কোন দলিল না করতে চাওয়ায় তারা এমন অভিযোগ করেছে।

তিন কন্যা সন্তান ফিরে পেলো তার পিতা মাতা কে

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মোঃ রঞ্জিত আলীর ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং গোপালনগর গ্রামের মোঃ জান্নাত আলীর মেয়ে মোছাঃ ময়না খাতুনের সাথে গত ১৪ বৎসর আগে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহিত জীবনে মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং মোছাঃ ময়না খাতুনের সংসার জীবনে কোল আলো করে আসে ফুট ফুটে তিনটা সন্তান। মোঃ সাইফুল ইসলাম বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে বিদেশ চলে যাই, বিদেশে যাওয়ার সময় ০২ দুইটা সন্তানকে রেখে যাই, মোঃ সাইফুল ইসলাম বিদেশে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ডাকাত দলের খপ্পরে পড়ে এবং তাদের হাতে জিম্মি হয়।

পরবর্তিতে বাড়িতে ফোন দিয়ে চাঁদা চাই এবং প্রচুর মারধর করে শরিরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে দেই দস্যু দলের লোকেরা। পরবর্তিতে মোঃ সাইফুল ইসলাম দেশে ফিরে বাড়িতে এসে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে না। বাড়ি আসার পর মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মোছাঃ ময়না খাতুনের এর আরেকটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এভাবে কিছুদিন যেতে যেতে মোঃ সাইফুল ইসলাম কাজ কাম ঠিক মতো করতে পারতো না বলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও জেদের কারণে ভেঙেই যাচ্ছিল তাদের পাতানো সংসার। মোছাঃ ময়না খাতুন ও তার সন্তানদের কে নিয়ে মায়ের বাড়ি চলে যাই।

এমতাবস্থায় সাইফুল ইসলাম ও তার পরিবারের লোকজন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ অভিযোগ দায়ের করে। যার প্রেক্ষিতে মউক তাঁদের আইন সহায়তার সেল (সোহার্দ্য) ইউনিট থেকে সাইফুল ও ময়নার পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে কাউন্সিলিং করলে এবং এক পর্যায়ে বোঝাতে সক্ষম হয়। গত মঙ্গলবার পক্ষদ্বয়কে নিয়ে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মোছাঃ ময়না খাতুন কে সংসারে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সালিশটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা এবং মোঃ আশিকুজ্জামান আকাশ।

মেহেরপুরে নতুন করে ৭ জন করোনায় আক্রান্ত

সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলায় প্রতিদিনই বাড়ছে প্রাণঘাতী

করোনা ভাইরাস রোগী। জেলায় আবারোও নতুন করে ৭ জনের করোনাভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।
গতকাল বুধবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও গাংনী উপজেলার ৩ জন।
এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী সংখ্যা দাঁড়াল বর্তমানে ৪৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৩১ জন, গাংনী উপজেলার ১৩ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ২ জন ।
এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট প্রাপ্ত রিপোর্ট সংখ্যা ৬ হাজার ২’শ ১৪ টি। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭’শ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদর হসপিটালের নার্স আম্বিয়া খাতুন, বুড়িপোতার চাঁদ আলি, গোভিপুরের সাজেদুন্নেছা, কালি গাংনীর গার্জেল, গাংনী উপজেলা চৌগাছার নিনা (৪১), গোলাম কিবরিয়া (৪৬), রাসেল রানা (২৯) ।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল

হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রতারক বুরহান উদ্দিন গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে এক নারী উন্নয়ন কর্মীকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে ১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে বুরহান উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করলে গত মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত প্রতারক বুরহান উদ্দিন উপজেলার কালীচরণপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

নাজনীন সুলতানা জানান, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে বিয়ে করে বুরহান উদ্দিন। বিয়ের পর কিছুদিন তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল।

শহরের হামদহ ঘোষপাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। নানা ভাবে নাজনীনকে ভুলিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় ১১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বুরহান।

স্ত্রী নাজনীনের টাকা নিয়ে শহরের মুন্সী মার্কেটে এআর বস্ত্র বিতান নামের একটি দোকানও চালাচ্ছেন বুরহান। টাকা নেওয়ার পর আরও টাকা দাবী করেন বুরহান। টাকা দিতে না পারলে নাজনীনকে নানা ভাবে নির্যাতন শুরু করেন। টাকা না দিলে গত ১৬ মার্চ তাকে মারধর করেন বুরহান।

উপায় না পেয়ে নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে বুরহান উদ্দিনসহ ৩ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

নাজনীন সুলতানা বলেন, মামলা দায়েরের পর প্রধান আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।